



13720 - ওয়াকফেরে বধি-বধান

প্রশ্ন

ওয়াকফেরে মাসয়ালায় ইসলামেরে বধি-বধান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওয়াকফ মাননে মূল সম্পত্তি আবদ্ধ রেখে এর উপকার আল্লাহর রাস্তায় দান করা। এখানে মূল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সম্পত্তি মূলকে আবদ্ধ রেখে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়; যমেন- ঘরবাড়ি, দোকানপাট, কষতেখামার ইত্যাদি।

এখানে উপকার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সে মূল সম্পত্তি থেকে লব্ধ আয়; যমেন- ফল, ভাড়া, ঘরে বসবাস করা ইত্যাদি।

ইসলামে ওয়াকফেরে বধি-বধান হচ্ছে এটি একটি নিকীর কাজ ও মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে সহিহ হাদিস। উমর (রাঃ) বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি খায়বারে এমন একটি সম্পদ পেয়েছি যে সম্পদে চলে দামী কোন সম্পদ আমি কখনও পাইনি। আপনি এ সম্পদে বিষয়ে আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বলেন: "যদি আপনি মূল সম্পত্তিকে আবদ্ধ করে (ওয়াকফ করে) সদকা করে দেন। কিন্তু মূলটা বক্রি করা যাবে না, হবো করা যাবে না এবং মরিছ হিসেবে মালকি হওয়া যাবে না।" তখন উমর (রাঃ) এ সম্পদ গরীব-মসিকীন, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তা, পথকি ও মহেমানেরে জন্য সদকা করে দেন। [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

সহিহ মুসলিম এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যখন কোন বনী আদম মারা যায় তখন তার আমল স্থগতি হয়ে যায়; কেবল তিনিটি আমল ছাড়া: সদকায় জারিয়া কথিবা এমন ইলম; যে ইলম দিয়ে তার মৃত্যুর পরেও উপকৃত হওয়া যায় কথিবা নকে সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" জাবরে (রাঃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাহাবীদের মধ্যে যারই সক্ষমতা ছিল তিনি ওয়াকফ করে গেছেন।" কুরতুবী বলেন: "বশিষেতঃ সতে ও মসজদি ওয়াকফ করার ব্যাপারে আলমেদেরে মাঝে কোন মতভেদে নাই; অন্য ক্ষেত্রে মতভেদে আছে।"

ওয়াকফকারীর ক্ষেত্রে শর্ত হল: প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও বুঝদার হওয়ার মাধ্যমে লেনদেনে করার উপযুক্ত হওয়া। কারণ নাবালগ, নরিবোধ ও ক্রীতদাস কর্তৃক সম্পাদিত ওয়াকফ সহিহ নয়।

ওয়াকফ দুটো বিষয়ে মাধ্যমে সংঘটিত হয়:

১। ওয়াকফ করার নরিদশেবহ কথার মাধ্যমে; যমেন এভাবে বলা য়ে, আমি এ স্থানটি ওয়াকফ করলাম কথিবা এ স্থানকে মসজদি বানালাম।

২। মানুষের প্রচলনে ওয়াকফ করা বুঝায় এমন কোন কর্মের মাধ্যমে; যমেন- কটে তার ঘরকে মসজদি বানাল এবং মানুষকে সে স্থানে নামায আদায় করার সাধারণ অনুমতি দিলি কথিবা তার জমকি কবরস্থান বানাল এবং মানুষকে সে কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি দিলি।

ওয়াকফ নরিদশেক শব্দাবলী দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: প্রত্যক্ষ অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলী; যমেন এভাবে বলা য়ে, وَقَفْتُ (আমি ওয়াকফ করলাম) حَبَسْتُ (আমি আবদ্ধ করলাম), سَلَّطْتُ (আমি আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দলাম) ইত্যাদি। এ শব্দগুলোকে প্রত্যক্ষ শব্দ বলায় কারণ হলো যহেতে এ শব্দগুলো (আরবীতে) ওয়াকফ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বুঝায় না। তাই যখনই এমন কোন শব্দযোগে বলা হবে তখন সটে ওয়াকফ হিসেবে সাব্যস্ত হবে; এর সাথে অন্য কোন কথা যুক্ত করার দরকার হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: পরোক্ষ অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলী; যমেন এভাবে বলা য়ে, تَصَدَّقْتُ (আমি দান করলাম), حَرَمْتُ (আমি এর সুবিধা গ্রহণ থেকে নিজেকে নিষিদ্ধ করলাম), أَبَدْتُ (আমি এটি চিরিতরে আল্লাহর রাস্তায় দলাম) ইত্যাদি পরোক্ষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ। এ শব্দগুলোকে পরোক্ষ শব্দ বলায় কারণ হলো যহেতে এ শব্দগুলো দ্বারা ওয়াকফ করা যমেন বুঝায় তমেনি অন্য অর্থও বুঝায়। তাই কটে যদি এ ধরনের কোন একটি শব্দ উচ্চারণ করে তখন শর্ত হচ্ছে এর সাথে ওয়াকফের নিয়ত করা কথিবা এর সাথে কোন একটি প্রত্যক্ষ শব্দ কথিবা অবশিষ্ট পরোক্ষ শব্দাবলীর কোন একটি উচ্চারণ করা।

প্রত্যক্ষ শব্দাবলী যোগ করে বলায় পদ্ধতি হচ্ছে এভাবে: تَصَدَّقْتُ بِكَذَا صَدَقَةً مَوْقُوفَةً أَوْ مَحْبُوسَةً أَوْ مَسْبُوطَةً أَوْ مُحَرَّمَةً أَوْ مَوْبُودَةً (আমি অমুক সম্পদ দান করলাম ওয়াকফ হিসেবে কথিবা আবদ্ধকরণ হিসেবে কথিবা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেওয়া হিসেবে কথিবা নিজের জন্য এর উপযোগে নিষিদ্ধকরণ হিসেবে কথিবা স্থায়ী দান হিসেবে)। আর ওয়াকফের পরোক্ষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ যোগ করে বলায় পদ্ধতি হচ্ছে এভাবে বলা: تَصَدَّقْتُ بِكَذَا صَدَقَةً لَا تَبَاعَ وَلَا تَوْرَثُ (আমি অমুক সম্পদ এভাবে দান করলাম য়ে, এটি বিক্রি করা যাবে না, ওয়ারশি হওয়া যাবে না)।

ওয়াকফ সহি হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

১। ওয়াকফকারী লেনদেনে করার উপযুক্ত হওয়া; যমেনটি পূর্ববহে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মূলকে অটুট রেখে এর থেকে অব্যাহতভাবে উপকৃত হওয়া যায় এমন হওয়া। য়ে জনিসিরে মূল অটুট থাকে না এমন জনিসি ওয়াকফ করা যায় না; যমেন- খাবার।

৩। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি নির্দিষ্ট হওয়া। তাই কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি ওয়াকফ করা সহি নয়। যমেন- কটে যদি বলবে যে, আমি আমার কোন একটি দাসকে কিংবা আমার কোন একটি বাড়িকে ওয়াকফ করলাম।

৪। ওয়াকফ নকীর কাজে হতে হবে; যমেন- মসজিদ, সত্বে, মসিকীন, পানরি উৎস, ইলমী কতিবপত্র, আত্মীয়স্বজন। কনেনা ওয়াকফ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি। নকৌ নয় এমন খাতে ওয়াকফ করা সহি নয়। যমেন- কাফরেদের উপাসনালয়রে জন্য ওয়াকফ করা, নাস্তিক্যবাদী পুস্তকরে জন্য ওয়াকফ করা, মাজারে বাত জ্বালানো কিংবা সুগন্ধি দেওয়ার জন্য ওয়াকফ করা কিংবা মাজাররে রক্ষকদের জন্য ওয়াকফ করা। কনেনা এগুলো হচ্ছে গুনাহরে কাজ, শরিক ও কুফরে কাজে সহযোগিতা করা।

৫। নির্দিষ্ট কারো জন্য ওয়াকফ করলে সে ওয়াকফ সঠিকি হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ঐ ওয়াকফ সম্পত্তির উপর সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যহেতু কারো জন্য ওয়াকফ করা মানতাকে মালিকি বানিয়ে দেওয়া। তাই যে ব্যক্তি মালিকি হতে পারে না তার জন্য ওয়াকফ করা সহি নয়; যমেন মৃত ব্যক্তি বা পশু।

৬। ওয়াকফ সহি হওয়ার জন্য অবলম্ব্যে কার্যকরযোগ্য হওয়া শর্ত। তাই নির্দিষ্ট সময়কন্দেরকি ওয়াকফ কিংবা বিশেষে কছির সাথে সম্পৃক্ত করে ওয়াকফ করা সহি নয়। তবে কটে যদি তার মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে ওয়াকফ করে তাহলে সহি হবে। যমেন কটে বলল যে, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার ঘরটি গরীবদের জন্য ওয়াকফ। যহেতু আবু দাউদ বর্ণনা করছেন যে, "উমর (রাঃ) ওসয়িত করে গেছেন যদি আমার কছির হয়ে যায় তাহলে 'সামগ' (তার একটি জমি) সদকা।" এ বিষয়টি সবাই জানে। কিন্তু কটে এর বিরোধিতা করেননি। সুতরাং এটি ইজমা (সর্বসম্মত অভিমত)। মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত ওয়াকফ সম্পদরে এক তৃতীয়াংশ দিয়ে করা যাবে। কারণ তা ওসয়িতরে পর্যায়ভুক্ত।

ওয়াকফরে অন্যান্য বধিনরে মধ্যে রয়েছে:

ওয়াকফকারীর শর্ত মোতাবেক কাজ করা; যদি সটো শরয়িত বিরোধী না হয়। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "মুসলমানরো তাদের শর্তাবলির উপর অটল থাকবে; শুধু এমন কোন শর্ত ছাড়া, যে শর্ত কোন হালালকে হারাম করে কিংবা কোন হারামকে হালাল করে।" কনেনা উমর (রাঃ) ওয়াকফ করছেন এবং সে ওয়াকফরে মধ্যে শর্ত করছেন। যদি শর্ত অনুসরণ করা ওয়াজবি না হয় তাহলে এমন শর্ত করার তো কোন অর্থ হয় না। তাই ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ সম্পত্তির অংশ বিশেষে ক্ষেত্রে শর্ত করেন কিংবা কোন শ্রণীর হকদারকে অপর শ্রণীর হকদারদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার শর্ত করেন কিংবা সকল হকদাররে ক্ষেত্রে শর্ত করেন কিংবা বিশেষে কোন বশেষিট্যদারী হকদার হওয়ার শর্ত করেন কিংবা বিশেষে কোন বশেষিট্য না থাকার শর্ত করেন কিংবা ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করার শর্ত করেন কিংবা অন্য কোন শর্ত করেন তাহলে উক্ত শর্ত কার্যকর করা আবশ্যিক; যতক্ষণ পর্যন্ত সটো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী না হয়।

যদি ওয়াকফকারী কোন শর্ত না করেন সক্ষেত্রে হকদার হিসেবে গরীব-ধনী, নর-নারী সবাই সমান। যদি ওয়াকফকারী কোন

মুতাওয়াল্লি (তত্ত্বাবধায়ক) নযিক্ত না করনে কথিবা যাকো নযিক্ত করছেনো তিনি মারা যান তাহলে যার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছেো তিনি যদি সুনরিদদিস্টি কোনে ব্যক্তিহিন তিনিহি ওয়াকফরে তত্ত্বাবধান করবনে। আর যদি মিসজদিরে মত কোনে প্রতিষ্ঠানরে জন্য ওয়াকফ করা হয় কথিবা এমন সংখ্যক মানুষরে জন্য ওয়াকফ করা হয় যাদরে সংখ্যা অগণতি, যমেন গরীব-মসিকীন; সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান এই ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব পালন করবনে কথিবা তার কোনে প্রতিনিধিকি দায়িত্ব দবিনে।

মুতাওয়াল্লি বা তত্ত্বাবধায়করে উপর ওয়াজবি আল্লাহ্কে ভয় করা এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা। কনেনা এটি আমনত; যার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছেো।

যদি কটে তার সন্তানদরে জন্য ওয়াকফ করে যান তাহলে অধিকাররে ক্ষেত্রে ছলে-ময়েে সবাই সমান। যহেতু তিনি তাদরে সকলকে অংশীদার বানয়িছেনো। কোনে জনিসি অংশীদারত্বভিত্তিকি হওয়ার অর্থ হচ্ছো এতে সকলরে অধিকার সমান। যমেনভাবে তাদরে অনুকূলে যদি কোনে কিছু অনুমোদন করা হয় তাহলে তাদরে সকলরে ভাগ সমান। তদ্রূপ তাদরে জন্য কোনে কিছু ওয়াকফ করা হলে সটোও এমন। ওয়াকফকারীর ঔরশজাত সন্তানদরে পর এটি তার ছলেদরে সন্তানদরে মালকিনায় স্থানান্তরতি হবে; ময়েদরে সন্তানদরে জন্য নয়। কনেনা ময়েদরে সন্তানরা হচ্ছো অন্য লোকেরে সন্তান; তাদরেকে তাদরে পতিদরে দকি সম্বোধতি করা হয়। এবং যহেতু তারা আল্লাহ্ তাআলার এ বাণী "আল্লাহ্ তোমাদরেকে তোমাদরে সন্তানদরে (উত্তরাধিকাররে) ব্যাপারে আদশে দচ্ছিনে"-এর মধ্যও অন্তর্ভুক্ত নয়। আলমেদরে মধ্য কারো কারো অভিমত হচ্ছো "সন্তান" শব্দরে মধ্য তারাও অন্তর্ভুক্ত হবে। কনেনা ময়েরো ওয়াকফকারীর সন্তান। অতএব, ময়েদরে সন্তানরো প্রকৃতপক্ষে তার সন্তানদরে সন্তান। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।

কটে যদি বলনে: "আমার ছলেদরে জন্য ওয়াকফকৃত" কথিবা "অমুকরে ছলেদরে জন্য ওয়াকফকৃত" তাহলে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি শুধু পুরুষ ছলেদরে জন্য খাস হবে। কারণ "ছলে" শব্দটি শুধু তাদরে জন্যই গঠন করা হয়েছেো। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "নাকি তাঁর জন্য ময়ে আর তোমাদরে জন্য ছলে?" তবে সম্পত্তিটি যদি গোত্র হসিবে তাদরে জন্য ওয়াকফ করা হয়; যমেন বনু হাশমে ও বনু তামীমরে জন্য সেক্ষেত্রে নারীরাও এর মধ্য প্রবশে করবে। কনেনা "গোত্র" অভিধা নর-নারী সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কনিতু যদি সীমতি সংখ্যক কোনে জনসমষ্টির জন্য ওয়াকফ করা হয় তখন তাদরে সকলকে সমান অংশ দেওয়া আবশ্যিক। কনিতু যদি তাদরে সংখ্যা অগণতি হয়; যমেন- বনু হাশমে ও বনু তামীম; তখন সকলকে অংশ দেওয়া আবশ্যিক নয়। কনেনা সটো সম্ভবপর নয়। তাই তাদরে মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকি অংশ দেওয়া এবং কিছু অংশীদারকে অপর অংশীদারদরে ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া জায়যে।

ওয়াকফ— এমন চুক্তিসমূহরে অন্তর্ভুক্ত যা কেবল কথার মাধ্যমে অনবির্ষ হয় য়ায়। তাই এটি বাতলি করা জায়যে নয়।



যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "এর মূল সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না, হবো করা যাবে না এবং উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করা যাবে না"। ইমাম তরিমযি বলেন: "এ হাদিসের উপর আলমেগণ আমল করছেন।"

তাই ওয়াকফ বাতলি করা যাবে না। কেননা সটে চরিস্থায়ী; বক্রয়যোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য নয়। তবে যদি ওয়াকফ সম্পত্তির উপযোগ একবোরহে নশিযে হয়ে যায়; যমেন ঘর হলে সটো ধ্বসে পড়ল এবং ওয়াকফের আয় থেকে এ ঘর মরোমত করা না যায় কথিবা চাষের জমি হলে সটো বরিন হয়ে যায়, অনাবাদী হয়ে যায়। সাধারণ উপকরণ দিয়ে সটোকে আবাদ করা না যায় এবং এটাকে আবাদ করার মত ওয়াকফের আয় না থাকে; এমন ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে এর মূল্য দিয়ে একই ধরণের ওয়াকফ করা হবে। যহেতু ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্যেরে এটাই সবচয়ে নকিটবর্তী। যদি পুরোপুরি একই ধরণের ওয়াকফ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে সম ধরণের ছোট পরায়েরে ওয়াকফ করা হবে। খরদি করার সাথে সাথে প্রতস্থাপতি সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে।

আর যদি ওয়াকফ সম্পত্তিটি মসজদি হয় এবং ঐ এলাকা বরিন হয়ে পড়ায় মসজদিটি পরতিযকত হয়ে যায় তাহলে সে মসজদিটি বিক্রি করে দিয়ে এর মূল্য অন্য কোন মসজদিরে কাজে লাগানো হবে। যদি কোন মসজদিরে আয় মসজদিরে প্রয়োজনরে চয়ে বশেই হয় তখন অতিরিক্ত আয় অন্য মসজদিরে কাজে লাগানো জায়যে। যহেতু অতিরিক্ত আয় একই ধরণের ওয়াকফের কাজে লাগানো হল। মসজদিরে ওয়াকফ সম্পত্তির অতিরিক্ত আয় গরীবদেরে মাঝে বণ্টন করাও জায়যে।

আর যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ করা হয়; যমেন কটে যদি এভাবে বলে যে: 'এটি যায়দেরে জন্য ওয়াকফকৃত প্রতি বছর এর থেকে একশ তাকে দেওয়া হবে।' যদি ওয়াকফের আয় এর চয়ে বশেই হয় তাহলে অতিরিক্ত আয় সঞ্চয় করা হবে। শাইখ তাকী উদ্দীন (রহঃ) বলেন: যদি জানা যায় যে, ওয়াকফের আয় সবসময় বশেই হবে তাহলে সটো বণ্টন করা আবশ্যক। কেননা সটো জমিয়ে রাখা মানে সটোকে নষ্ট করা।

আর যদি কোন মসজদিরে জন্য ওয়াকফ করা হয়; কিন্তু মসজদিটি নষ্ট হয়ে যায় এবং ওয়াকফ থেকে সটো পুনর্নির্মাণ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে সটো অনুরূপ কোন মসজদিরে জন্য ব্যয় করা হবে।